ঝিনাইদহের পোতাহাটি গ্রামে দরিদ্রের মাঝে শীতবস্ত্র উপহার

ঝিনাইদহের সাধুহাটি ইউনিয়নের নিভৃত পল্লী পোতাহাটি গ্রামে দরিদ্রের মাঝেশীত বস্ত্র উপহার দেওয়া হয়েছে।

তারুণ্যেও অগ্রযাত্রা সেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে সোমবার সকালে পোতাহাটি গ্রামের আব্দুল মান্নানের ওঠানে এসব কম্বল বিতরণ করা হয়।

কম্বল বিতরনের সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জজ কোর্টের এপিপি, ঝিনাইদহ জেলা আইনজীবী সমিতির নবনির্বাচিত নির্বাহী সদস,দৈনিক নবচিত্র পত্রিকার সম্পাদক, এ্যাডভোকেট আলাউদ্দীন আজাদ।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন সাকিব আল হাসান, প্রভাষক সুজাউদ্দীন, সাইদুর রহমান ও রেজাউল তরফদারসহ অন্যান্যরা। আয়োজকরা জানান শীতের শুরুতে তারা তাদেও নিজস্ব অর্থায়নে এসব কম্বল বিতরণ করেন। সাধুহাটি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে পর্যায় ক্রমে এসব কম্বল বিতরণ করাহবে।

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও করণীয় বিষয়ক সমন্বয় সভা

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে গ্রাম আদালত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং করণীয় বিষয়ক অর্ধ-বার্ষিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সম্ভব। গ্রাম আদালতে মানুষ হয়রানির শিকার হয় না, বরং এখান থেকে সুসম্পর্ক ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গড়ে ওঠে।

সভা শেষে অংশগ্রহণকারীরা গ্রাম আদালতের কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুরে এক জনগোষ্ঠীর নীরব প্রস্থান

একসময় মেহেরপুর জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামেই ছিল শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি আর আরতির আলো। আজ সেই দৃশ্য ক্রমে মিলিয়ে গেছে।

দেশভাগের আট দশক পেরিয়ে মেহেরপুর এখন প্রায় হিন্দুশূন্য জেলা হতে চলেছে- এমনটাই বলছেন স্থানীয় ইতিহাসবিদ ও সমাজ গবেষকেরা এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রতিবেদনে এমনটা দেখা যায়।

জেলা প্রশাসনের ও জেলা পরিসংখ্যান অফিসের তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে মেহেরপুরে মোট ২৫৯টি গ্রাম রয়েছে। এর মধ্যে ১৪৯টি গ্রাম এখন সম্পূর্ণ মুসলিম অধ্যুষিত। একটি হিন্দু পরিবারও নেই। ১৯৮১ সালের আদমশুমারিতে জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৪ লাখ ৪১ হাজার ৭২৭ জন, যার মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ১.৬৪ শতাংশ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), আদমশুমারি ১৯৮১, ২০১১ ও ২০২২, মেহেরপুর জেলা প্রশাসন, ২০২৪ সালের গ্রাম তালিকা অনুযায়ী, জেলার জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গেলেও হিন্দু জনগোষ্ঠীর অংশ নেমে আসে ১.০৭ শতাংশে। অর্থাৎ, সংখ্যার হিসেবে তেমন পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু অনুপাতে হ্রাসটি উদ্বেগজনক। দেশভাগের পর থেকেই সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় মেহেরপুরের বহু হিন্দু পরিবার পাড়ি জমায় পশ্চিমবঙ্গে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও সেই ধারা অব্যাহত থাকে।

সদর উপজেলার উজ্জলপুর গ্রামে সনাতন ধর্মের মানুষের বসবাস ছিল ৮০ শতাংশ। দেশভাগের পর অন্নদা পন্ডিত ও প্রমথনাথ ছাড়া একে একে সকলেই

পশ্চিম বাংলায় চলে যায়। অন্নদা পন্ডিতসহ পরিবারের সকলেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে সর্বশেষ চলে যান প্রমথ নাথ। সদর উপজেলার গোভিপুর গ্রামের শংকর বিশ্বাস বলেন- স্বাধনিতা পরবর্তীতেও আমাদের গ্রামে ত্রিশ-চল্লিশটি হিন্দু পরিবার ছিল, এখন গোটাতিনেক পরিবারের বসবাস। নাম প্রকাশে আপত্তি জানিয়ে একজন বলেন-ছেলেমেয়েরা সবাই ওপারে চলে গেছে। পৈত্রিক ভিটা আঁকড়ে আছি বুড়া- বুড়ি। তবে ওপারে গিয়ে ছেলে মেয়েরা ভালো নাই।

ইতিহাসবিদ আবদুল্লাহ আল আমিন জানান- দেশভাগের পর থেকে ৭১-এর যুদ্ধ, এরপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে মেহেরপুরের হিন্দু জনগোষ্ঠী ধীরে ধীরে প্রান্তিক হয়ে পড়ে। বিভিন্ন কারণে অনেকেই পারিবারিকভাবে ভারতে চলে যান।

শহর ও গ্রাম- উভয় স্থানেই এর প্রভাব স্পষ্ট। এক সময় মেহেরপুর শহরের বড়বাজার, কাঁঠালতলা, পাড়াগাঁও ও গাংনী বাজারে দুর্গাপূজা ও কালীপূজার জাঁকজমক থাকত। এখন সেই পূজামণ্ডপগুলোর অনেকগুলোই পরিত্যক্ত।

জমিদারী শাসনামলে মেহেরপরের জমিদার চন্দ্রগুপ্ত মল্লিক ও তার নায়েব এর বাড়িতে শারদীয় দুর্গা পূজা হতো প্রতিযোগিতা করে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবধরণের মানুষ সেই উৎসব উপভোগ করতো। এখন মল্লিক বাড়ির পূজা মন্ডপ ভগ্নদশা। ভগ্নপ্রা নায়েব বাড়ি সংস্কার করে সেখানে সনাতন ধর্মের মানুষ ২০১১ সাল থেকে শারদীয়া দূর্গোৎসব করে আসছে।

স্থানীয় পূজা উদ্যাপন পরিষদের আহবায়ক সনজিৎ পাল বাপ্পি বলেন-একটা সময় জেলা শহরে মল্লিক বাড়ি আর মূখার্জী পাড়ায় পূজা হতো। ১৯ শতক থেকে রাষ্ট্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা থাকায় জেলায় ৪০ থেকে ৪৫টি স্থানে পূজা হলেও তাতে প্রাণ নাই হিন্দ পরিবার হ্রাস পাবার কারণে। ফলে সাংস্কৃতিক উৎসবের আবহ হারিয়ে গেছে। মন্দিরগুলো এখন শুধু স্মৃতিচিহ্ন। নতুন প্রজন্ম জানেই না- এই ঘরগুলোর ভেতরে একসময় ধর্মীয় গান, আলোকসজ্জা আর মিলনমেলার আয়োজন হতো।

গবেষকরা মনে করেন, জমিজমা হারানো, উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ রক্ষা নিয়ে জটিলতা, এবং পারিবারিক সংযোগের অভাব এই হ্রাসের অন্যতম কারণ। মেহেরপুরের এক সমাজবিজ্ঞানী বলেন- যখন একটি সম্প্রদায়ের সদস্যরা ক্রমাগত প্রবাসে চলে যায়, তখন তাদের সামাজিক শেকড় দুর্বল হয়ে পড়ে। একসময় পুরো গ্রামই খালি হয়ে যায়- এটিই

‘□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□’□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□Ñ □□□□ □□□□□ □□□, □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□Ñ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□, □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□; □ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□

□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□ □ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□

□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□

পারেন অ্যানথ্রাক্স হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিক্যাল অফিসার ফারুক হোসেন জানান, অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত হয়ে অনেকেই গ্রামে চিকিৎসা নিয়ে থাকেন। গ্রাম্য চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নিলে শরীরে ব্যাকটেরিয়ার স্পোর থেকে যায়, যা বিপদজনক। তাই এ ধরণের লক্ষণ দেখা দিলেই ঘরে চিকিৎসা না নিয়ে দ্রæত হাসপাতালে এসে চিকিৎসা নেওয়ার আহবান জানান।

গাংনী উপজেলা প্রণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোত্তালেব আলী বলেন, গবাদী পশুকে শতভাগ ভ্যাকসিনেশনের আওতায় নিয়ে আসলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব কমে যাবে। তবে জনবল সংকটের কথা বলছে প্রাণিসম্পদ বিভাগ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ বলেন, চামড়ার পাশাপাশি ফুসফুস ও খাদ্যনালীতেও অ্যানথ্যাক্স আক্রান্ত হয়। এর ফলে মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। সামাজিক সচেতনা তৈরির মাধ্যমে এটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে সচেতনতা কার্যক্রম চালু রয়েছে।

মেহেরপুরের যাদবপুর গ্রামে জামায়াতে ইসলামীর আলোচনা সভা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার এশার নামাজের যাদবপুর গ্রামে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, মেহেরপুর জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, মেহেরপুর সদর উপজেলার আমীর সোহেল রানা, সদর উপজেলার সেক্রেটারী ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম

মাষ্টার, বুড়িপোতা ইউনিয়নের আমীর হাফেজ আবু জাফর সোহেল, সেক্রেটারী আব্দুস সালাম প্রমুখ।

আলমডাঙ্গা পৌরসভায় নির্বাচনী গ্রাম কমিটি গঠনের লক্ষ্যে আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গা পৌরসভার দুই নম্বর ওয়ার্ডের গ্রাম কমিটির লক্ষ্যে নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বিকাল ৩টায় ২নম্বর ওয়ার্ডে গ্রাম কমিটি গঠনের লক্ষে নির্বাচনী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য ও জেলা যুব জামায়াতের সভাপতি জনাব শেখ নুর মোহাম্মদ হুসাইন টিপু। তিনি বলেন, দূর্নীতিমুক্ত সমাজ ও দেশ বিনির্মানে একমাত্র জামায়েত ইসলামের ন্যায় ও সততার দ্বারা সম্ভব।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার সংগ্রামী আমির ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জননেতা শফিউল আলম বকুল। তিনি বলেন, আল্লাহর ইবাদত মনে করে জামায়াতে ইসলামের মনোনীত প্রার্থীদের জন্য ভোটের মাঠে মেধা শ্রম আর সততা আদর্শ নিয়ে কাজ করে যাবেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ইউনিয়ন আমির মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক বাবলু, পৌর শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন সভাপতি জনাব সাহিন শাহিদ,উপজেলা মানবাধিকার সম্পাদক জনাব শফিউজ্জামান মিঠু, ইউনিয়ন সেক্রেটারি জনাব আলতাফ হোসেন, সহকারী সেক্রেটারি জনাব আনারুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন ওয়ার্ড সভাপতি আব্দুল হালিম। ওয়ার্ড সহ সভাপতি লাহাউদ্দীনে সঞ্চালনায় প্রায় ৫ শতাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

দুই মাস ধরে পানিবন্দী শতাধিক পরিবার

মেহেরপুরে চলতি বর্ষায় অতিবৃষ্টিতে পানির নিচে ডুবে গেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রাম। প্রায় দুই মাস ধরে জলাবদ্ধতায় বন্দী হয়ে পড়েছেন এই গ্রামের তিন শতাধিক পরিবার। ভুক্তভোগীদের দাবী পানি নিস্কাশনে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও কালভার্ট নির্মাণের। এতোদিন খোজ না নিলেও ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন আশ্বাস দিয়েছেন অল্পদিনের মধ্যে বিষয়টি সূরাহা করা হবে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, বাড়ির চুলা, টয়লেট এমনকি পানির একমাত্র উৎস টিউবওয়েল পর্যন্ত পানির নিচে। রান্না করতে না পেরে কেউ কেউ শুকনো খাবারেই কাটাচ্ছেন দিন। অনেকে আবার বাধ্য হয়ে চলে গেছেন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে। এসব পরিবারের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে শিশুদের। রাস্তা পানির নিচে থাকায় কোমলমতি শিক্ষার্থীরা এখন আর বেরোতে পারে না। স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নেমে এসেছে আশঙ্কাজনক হারে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, সীমান্তবর্তী রাস্তায় কোনো কোনো কালভার্ট না থাকা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় এই দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। পানি বের হওয়ার পথ নেই।

দীর্ঘদিন পানিবন্দী থাকায় চর্মরোগসহ নানা স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ছেন নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ ও শিশু। দ্রুত পানি নিস্কাশনের উদ্যোগ না নিলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। এদিকে পানির দুর্গন্ধে মশা মাছির উপদ্রব বেড়েছে কাজিপুর মিলেটারি পাড়ায়। পানিতে চলাচল করে অনেকের পায়ে দেখা দিয়েছে চর্মরোগ। তবে এখনও পানিবন্দী মানুষের পাশে দাড়াইনি সরকারি-বেসরকারি কেউ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কেউ তাদেও খোজখর না নেয়ায় হতাশ ভুক্তভোগীরা। তবে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের দাবী করেন পানিবন্দী পারিবারগুলি।

এবিষয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য ফারুক হোসেন জানান, ইউনিয়ন পরিস্থিতি সমন্ধে পর্যবেক্ষণ করেছি। ইউএনও’র সাথে পরামর্শ করে এই জনদূর্ভোগ লাঘবে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুহা: আলম হুসাইন বলেন, বিষয়টি আমি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করেছি। খুব দ্রুতই একটি সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, আমি মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রতিবেদকের কাছ থেকে পানিবন্দীর বিষয়টি জানতে পেরে উক্ত কাজিপুর গ্রামে সরেজমিনে গিয়ে দেখে এসেছি। অনেক পরিবারই এখনও পানিবন্দী। দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হবে।

জমির দখল নিতে প্রকৃত মালিকের বিরুদ্ধে ধইঞ্চা কাটার নাটক

৪০ বছরের ভোগ দখল করা জমি হঠাৎ অবৈধ দখল নিতে প্রকৃত মালিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা নাটক সাজিয়ে একটি চক্র। ধইঞ্চা কাটার অভিযোগা ও মিথ্যা মামলা দিয়ে জমি দখলের অপচেষ্টা চালাচ্ছে ওই চক্রটি।

তারা সাংবাদিক সম্মেলন করে জমির মালিককে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালিয়েছে। ঘটনাটি গাংনী উপজেলার নলগাড়ি মাঠে ঘটেছে।

এনিয়ে গতকাল শনিবার দুপুরে জমির উপর সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন জমির মালিক হেলাল উদ্দীন মাস্টার। এসময় তেরাইল, জোড়পুকুরিয়া ও দুলর্ভপুর গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জমির মালিক হেলাল উদ্দীন বলেন, ১০১৫ দাগে আমার দাদার নামে ক্রয়সূত্রে ৫৫ শতক জমি রয়েছে। আমার দাদা জোড়পুকুরিয়া গ্রামের আহমেদ আলী, আবুল হোসেন, ইসমাইল হোসেন ও তাদের উত্তরসরিদের কাছ থেকে কেনেন। দীর্ঘ ৪০ বছর এই জমি আমরা ভোগ দখল করে আসছি। অথচ, পট পরিবর্তনের সাথে সাথে একটি দু:স্কৃতিকারীর দাবী করছে এই জমি তাদের।

প্রায় ৪০ বছর যাবৎ আমার দাদার ওয়ারিশ আমার বাবা ও চাচারা ভোগ দখল করে আসছেন। প্রতি বছরের ন্যায় এবছর ওই জমিতে সবুজ সার তৈরী

করতে আমরা ধইঞ্চা বুনেছিলাম। কয়েকদিন আগে সেটা কেটে জমিতেই পচান দিয়েছি। আমরা কিছুদিনের মধ্যেই ধান লাগাবো। এর মধ্যে জোড়পুকুরিয়া গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে জিয়াউল হক, সেন্টু, জাহাঙ্গীর ও লাল্টু বলছে এই জমি আমাদের।

অথচ, বিগত ৪০ বছরের মধ্যে কোনোদিন তারা বলেনি এই জমি তাদের। আমরা এই জমিতে ধইঞ্চা বুনেছি ধান লাগাবো বলে। অথচ, এখন তারা বলছে ধইঞ্চা তারাই লাগিয়েছে, আমরা রাতের আধারে কেটে দিয়েছি। মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে আমরাই ধইঞ্চা কেটেছি এজন্য আমাদের দৃষ্টান্তমুলক দাবী জানাচ্ছেন। আমার পৈত্রিক জমিতে অবৈধভাবে কয়েকজন সাংবাদিক এনে মিথ্যা তথ্য দিয়ে দুই বিঘা জমির ধইঞ্চা ক্ষেত কর্তনের অভিযোগ তুলেছেন। জমিটি তার দাবি করে দুই বিঘা জমির ধইঞ্চা আমরা কেটে দিয়েছি বলে দাবী করেন। যা মিথ্যা ও সাজানো নাটক। এই মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর জন্য দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী জানাচ্ছি।

তবে, বেশ কয়েকজন পার্শ্ববতি জমির মালিক বলেন, আমরা ৩৫/৪০ বছর যাবৎ এই জমিটি হেলাল মাস্টার ও তাদের বাপ চাচাদের আবাদ করতে দেখেছি। তবে, তারা বলেন, জিয়াউল, লাল্টুসহ অন্যান্যরা এই জমির পাশের ১০১৩ দাগ ৭ শতক জমি পাবে। অথচ, তারা পুরো ৫৫ শতক জমি দখল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে এবং হেলাল মাস্টারদের বিরুদ্ধে ধইঞ্চা কাটার মিথ্যা নাটক সাজাচ্ছেন।

ভুক্তভোগী কৃষক হেলাল উদ্দীন অভিযোগ করেন, তেরাইল মৌজার আরএস খতিয়ান ১৫৭৫, দাগ নম্বর ১০১৩ দাগভুক্ত ৭ শতক জমি তার দাদা বাদল শেখের নামে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে। কিন্তু ধইঞ্চার জমিটি ১০১৫ দাগে আমার বাবা ও চাচার জমি ৫৫ শতক। দীর্ঘদিন ধরে তারা আমরা এই জমি ভোগদখল করে আসছি। জমিটি নিয়ে বর্তমানে আদালতে একটি দেওয়ানি মামলা চলমান রয়েছে।

এবিষয় নিয়ে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বসে শালিস বৈঠক করেছেন। এনিয়ে মামলা রয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “এখনো পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

‘ভবিষ্যতে ক্ষমতা পেলে ফিলিস্তিনের মত হবে’ হুমকি সম্বলিত চিরকুট ও বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরে গ্রাম বিএনপির অফিসের সামনে থেকে ‘ভবিষ্যতে ক্ষমতা পেলে ফিলিস্তিনের মত হবে’ হুমকি সম্বলিত চিরকুট ও বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৬ জুন) সকাল আনুমানিক সাড়ে ৬টার দিকে মটমোড়া ইউনিয়নের নওদা মটমোড়া গ্রাম বিএনপির অফিসের সামনে থেকে এগুলো উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, বিএনপির ১ নম্বর ওয়ার্ডের (বাবলু গ্রুপের) দলীয় কার্যালয়ের সামনে সকালে দুটি সন্দেহজনক বস্তু পড়ে থাকতে দেখে তারা দ্রুত গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে গাংনী থানার একটি টিম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ককটেল সদৃশ্য বস্তু দুটি ও একটি চিরকুট উদ্ধার করে।

চিরকুটে লেখা রয়েছে ‘গ্রামের ছেলে হিসেবে এতদিন ভালোই ছিলাম, কিন্তু তোদের মত কিছু কিছু লোক আমাদের ভালো থাকতে দিচ্ছে না। (শেখ হাসিনা) পালিয়ে গিয়েছে তো কি হয়েছে।

আমরা জায়গার মাল জাগাতেই বসে আছি, ২০১৮ সালে হালকা দিয়েছি। ভবিষ্যতে ক্ষমতা পেলে ফিলিস্তিনের মত হবে’

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরায়েল বলেন, “স্থানীয়দের তথ্যের ভিত্তিতে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দুইটি বিস্ফোরক সদৃশ্য বস্তু ও একটি চিরকুট উদ্ধার করেছি। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে এবং আইনগত প্রক্রিয়া চলমান।”

তিনি আরও জানান, উদ্ধারকৃত বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠানো হবে। পাশাপাশি কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তা

খুঁজে বের করতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি গাংনীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলীয় কোন্দল ও হামলার ঘটনার পর এমন ঘটনায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

ঝিনাইদহের পোতাহাটী গ্রামের রাস্তার বেহাল দশা, জন দূর্ভোগ চরমে

ঝিনাইদহ সদরের ১নং সাধুহাটী ইউনিয়নের পোতাহাটী গ্রামের রাস্তার বেহাল অবস্থা। রাস্তায় খানখন্দে ভরা, প্রতিদিন ঝুকি নিয়ে চলছে কৃষি পণ্য বোঝায় ট্রলি ট্রাক্টর।

ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের কোল ঘেষে ডাকবাংলা বাজার ও সাধুহাটী বাসস্ট্যান্ডে মাঝে মহাসড়কের উত্তর দিকঘেষে গ্রামটির অবস্থান। গ্রামে রয়েছে একটি ঐতিহ্যবাহী কলেজ আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজ, পাশে বৃহত্তম সাধুহাটী কৃষি বীজ উৎপাদন খামার।

তাছাড়া গ্রামের কোলঘেষে রয়েছে ঝিনাইদহ জেলার বৃহত্তম কৃষি বাজার, ডাকবাংলা বাজার ও চাল উৎপাদন জন্য বিখ্যাত ত্রীমহোনী বাজার। গ্রামটি অবস্থানের দিক থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হলেও দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাগুলোর পাকাকরণ, সংস্কার বা উন্নয়ন কিছুই হয়নি।

গ্রামে ৪ হাজারের অধিক লোকের বসবাস, তাছাড়া এই গ্রামের উপর দিয়ে প্রতিদিন পার্শ্ববর্তী দৌলতপুর ইউনিয়নসহ হরিণাকুণ্ডু উপজেলার হাজার হাজার মানুষ ডাকবাংলা বাজরে পণ্য পরিবহন ও যাতায়াত করে। গ্রামের পূর্ব পশ্চিম ও মধ্যপাড়া মিলে প্রায় ৪কি.মি এর অধিক আধাঁপাকা ও কাঁচা রাস্তা রয়েছে। ২০০৬সালে তৎকালীন বিএনপির সরকারে সময়ে ঝিনাইদহ-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মরহুম আলহাজ্ব মশিউর রহমান গ্রামের ২কি.মি রাস্তা পাকা করেছিলেন। তারপর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসারপর দীর্ঘদিন গ্রামটি চরম বৈষম্যের শিকার হয়েছে।

রাস্তার আইডি ছিলনা ২০২৪ সালের গেজেটে সেটা তালিকা ভূক্ত হয়েছে। তাছাড়া বাকি দুটি রাস্তার মধ্যে একটি রাস্তা যশোর অঞ্চল গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (ডিপিপি) তে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, অনুমোদন পেলেই কাজ শুরু হবে। বাকি দুইটি রাস্তার কাজ নতুন পকল্পের মাধ্যমে পাঁকা করা হবে।